WEST BENGAL CIVIL SERVICE (MAIN) EXAMINATION, 2018

Paper – I

Bengali Letter Writing, Drafting or Reports, Preces Writing, Composition and Translation

Model Answers

1. **নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রাকারে বিবৃত করুনঃ** 40

(নাম-ঠিকানার পরিবর্তে X,Y,Z লিখুন)

(ক) বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার

(খ) পরিবেশ দুষণ ও তার প্রতিকার

(গ) নারী নির্যাতনঃ ঘরে ও বাইরে

Ans. **(ক)**

মাননীয়,

সম্পাদক সমীপেষু,

XYZ পত্রিকা

কখগ স্ট্রিট

<u>বিষয়: বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার</u>

মহাশয়,

'বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার' বিষয়ে আমার এই পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

কুসংস্কার ও বিজ্ঞান একে অন্যের বিরোধী। অথচ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের দানকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করার সাথে সাথে মানুষ কুসংস্কারকেও পালন করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। এর মূল কারণ বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। সকল প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করার মানসিকতা হল বিজ্ঞানমনস্কতা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবার এই দুইয়ের প্রভাবে প্রাথমিক পর্ব থেকে মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বিজ্ঞানের ছাত্র ভবিষ্যতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন— এমন উদাহরণ দুর্লভ নয়। অপরদিকে সাহিত্যের ছাত্রও প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার ফলে মুক্তমনা হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান সময়ের জীবনযাত্রায় অনিশ্চয়তা হয়ত: মানুষকে অনেকটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তুলছে, সে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে অলৌকিকতায়। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বিজ্ঞানমনতার প্রসার এবং সামাজিক পারিবারিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি পরিসরে সার্থকভাবে তার চর্চা। স্কুলস্তরে শুধু বিজ্ঞান বিষয় নয়, প্রতিটি বিষয়েই পাঠদানের সময় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। শহরের গন্ডী অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রোডশো বা পথনাটিকার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস নেওয়া প্রয়োজন। সার্বিকভাবে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে সে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

২৮/০৪/২০১৮ ধন্যবাদসহ

MNO রোড PQR

পিন-১২৩৪৫৬

2. **নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুনঃ** 40
'বাক স্বাধীনতার অধিকার সর্বাপেক্ষা জরুরি'

Ans.

বাক্ স্বাধীনতার অধিকারঃ মানুষের অধিকার

—নিজস্ব সংবাদদাতা

সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি যাই হোক না কেন— প্রজাতান্ত্রিক অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র তার গুণগত উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনমতের ওপর। বাক্ স্বাধীনতা এই জনমত প্রকাশের পথকে প্রশস্ত করে। তবে সাম্প্রতিককালে বাক্ স্বাধীনতা প্রকাশের মাধ্যম যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনই একাধিক ঘটনায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তার কথা বলার স্বাধীনতাকে হরণ করা হচ্ছে। অথচ গণতান্ত্রিক আবহকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে সাধারণ মানুষের মতামত। সবসময় সেই মত যে শাসকের অনুকূলবর্তী হবে তা নয়। বিরুদ্ধ সমালোচনা শাসককে তার নীতির ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে। সেই জনমতকে সামনে রেখেই শাসক সাজাতে পারেন শাসন কাঠামোকে।

বাক্-স্বাধীনতার চিরাচরিত মাধ্যম ছাড়াও বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটায় একাধিক মাধ্যমের উদ্ভব ঘটেছে। পূর্বের ন্যায় এখন আর শুধু সংবাদপত্রের ওপর মানুষ নির্ভরশীল নয়। এই ডটকম যুগে সোস্যাল মিডিয়া বাক্ স্বাধীনতার এক নতুন মাধ্যম হিসাবে দেখা দিয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে কোনো বিষয়ে মানুষ তার মতামত জানাতে পারে নিমেষের মধ্যে। এই তাৎক্ষণিক বাক্ স্বাধীনতার কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। 'পোস্ট ট্রুথ' যুগের ধারাকে অনুসরণ করে নিমেষে ভুল বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এর থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অস্থিরতার যা আইন-শৃঙ্খলাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে। সুতরাং বাক্ স্বাধীনতার অধিকার অত্যন্ত জরুরি, তার সঙ্গে জরুরী এর সঠিক ব্যবহার। তবেই বাক্ স্বাধীনতা হয়ে উঠবে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সম্পদ।

3. **নিম্নলিখিত অংশের সারর্মম লিখুনঃ** 40

পৃথিবীতে যাহার দিকে তাকাও দেখিবে— সে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট। দরিদ্র্য কিসে ধনী হইবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন; ধনী চোর-ডাকাতের ভয়ে ত্রস্ত, রাজা শত্রুর ভয়ে ভীত। এককথায় পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে পূর্ণ সুখে সুখী। অথচ কৌতুকের বিষয় এই — পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেও কেহ প্রস্তুত নহে। মৃত্যুর নাম শুনিলেই দেখি মানুষের মন শুকাইয়া যায়। মানুষ যতই দরিদ্র হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যদি অনাহারে কাটাতেই হয়, পৃথিবী কোনো আরামই যদি ভাগ্যে না থাকে তথাপি সে মৃত্যুকে চাহে না। সে যদি কঠিন পীড়ায় পীড়িত হয়, যদি শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও না থাকে, তথাপি সে মৃত্যুর প্রার্থী হইবে না। কে না জানে যে শত বৎসরের পরমায়ু থাকিলেও একদিন না একদিন মরিতে হইবে।

Ans.

মানুষের প্রত্যাশা

বিশ্বে কোনো ব্যক্তিই তার বর্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত নয়। বিত্তহীন বা বিত্তবান মানুষ, সবার প্রত্যাশা তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন। অথচ অপ্রাপ্তির এই জগৎ ত্যাগেও সে ইচ্ছুক নয়। মানুষ অমরত্বের প্রত্যাশী। অথচ তার এই নশ্বর জীবনের অবসানই কিন্তু একমাত্র ধ্রুব সত্য।

4. **অনুচ্ছেদটি পাঠ করে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিনঃ** 10×4=40

জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, 'আমি চাই উপরি-পাওনা।' বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবনধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয়; তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চালাবার জন্যে নয়— বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ, যাকে সে বলে থাকে 'মানুষের প্রকাশ', জীবনযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মূহুর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব. অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের।

(ক) 'জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত' বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(খ) 'প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব' বিষয়টি কী?

(গ) 'মানুষের প্রকাশ' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

(ঘ) মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্বকে 'আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের' দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা হল কেন?

Ans. **(ক)**

প্রত্যাশা ও পরিস্থিতির সম্পর্ক সমানুপাতিক, পশুর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সঠিকভাবে প্রযোজ্য। মানুষের তুলনায় জন্তুর জীবনযাপনের পথ অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার স্বরূপ সম্পর্কে সে অবগত। তাই জীবনের চাহিদাকে জন্তু জানোয়ার আকাশ ছোঁয়া করেনি। না পাওয়ার অতৃপ্তিও তাদের স্পর্শ করেনি। পশুর স্বভাবের সঙ্গে যা মানানসই সেই অনুযায়ীই তাদের জীবনচর্যা নির্ধারিত হয়েছে। তাই অপ্রাপ্তির জন্য তাদের মধ্যে কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভেরও জন্ম হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন লেখক।

(খ)

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের আগেও জড় বস্তুর উপস্থিতি ছিল। সুতরাং সময়ের নিরিখে জড়বস্তু প্রাচীনতম। এরপর প্রাণের আবির্ভাব হয়। প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় প্রকৃতির জড়বস্তু থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। প্রাণীদেহের প্রতিটি অংশে আছে প্রকৃতির আপাত জড়বস্তুর অবদান। কিন্তু প্রাণী অমর নয়। জীবনের শেষে তাকে আশ্রয় নিতে হয় এই প্রকৃতিতেই। যে জল, মাটি আলো, হাওয়ার সমন্বয়ে প্রাণীদেহ গড়ে উঠেছিল, মৃত্যুর পর আবার সেগুলি বিলীন হয়ে যায় প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতি ও প্রাণীর এই দ্বন্দ্বকে এখানে লেখক 'প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব' বলে উল্লেখ করেছেন।

(গ)

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে উপাদান প্রয়োজন, তা অত্যন্ত সহজলভ্য। কিন্তু মানুষ সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে পারে না। সবসময় সে চেষ্টা করে নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে অতিরিক্ত কিছুকে করায়ত্ত করতে উদরপূর্তির জন্য সাধারণ খাদ্যই যথেষ্ট, তথাপি মানুষ তার সঙ্গে যোগ করেছে রুচিকে। বসবাসের জন্য গৃহকে সে শুধু আবাসভূমি করে রাখেনি, তার সঙ্গে যোগ করেছে নান্দনিক চেতনাকে। সাধারণ পোশাক তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হলেও এর মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকাশ ঘটিয়েছে তার সৌন্দর্য চেতনার। মানুষের এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রকাশকেই 'মানুষের প্রকাশ' বলেছেন লেখক।

(ঘ)

পশুর জীবনযাত্রার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। কাজের ভালো-মন্দ বিচারের দায় পশুর নেই। সে তার স্বভাব অনুযায়ী চলে। মানুষ শুধু প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাজ করে না। কাজের অগ্র-পশ্চাৎ তাকে বিবেচনা করতে হয়। বাস্তব পরিস্থিতি হয়ত মানুষকে এমন কাজ করতে প্ররোচিত করছে যা নীতিগত দিক থেকে মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তখন সেই কাজ থেকে মানুষ নিজেকে বিরত রাখে। বাস্তব চাহিদাকে মনে রেখেও মানুষ নীতিগত কারণে নিজের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে বলে মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্বকে 'আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের' দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখানো হয়েছে।

5. **নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বঙ্গানুবাদ করুনঃ** 40

One day Sir Isaac Newton went out of his room leaving on the table a heap of papers containing his long research on the theory of light. There was on the floor of the room lying his pet dog. Diamond. No sooner had he gone then the dog jumped upon the table and upturned the lighted candle and the papers immediately caught fire. Returning after a few minutes Newton found that all his hard labour of twenty years had been reduced to ashes. But the great scientist patted the dog on the head exclaiming. "Oh, Diamond, you don't know what you have done!"

Ans. একদিন স্যার আইজ্যাক নিউটন তার আলোক সংক্রান্ত দীর্ঘ গবেষণাসমৃদ্ধ কাগজের স্তূপ টেবিলের ওপর রেখে ঘরের বাইরে গেলেন। মেঝেতে শুয়ে ছিল তার পোষা কুকুর ডায়মণ্ড। তিনি ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্রই ডায়মণ্ড টেবিলের ওপর লাফিয়ে ওঠায় জ্বলন্ত মোমবাতিটি উল্টে যায় এবং সমস্ত কাগজে আগুন লেগে যায়। কিছু সময় পর ঘরে ফিরে নিউটন দেখলেন তার কুড়ি বছরের পরিশ্রম এক নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এই মহান বিজ্ঞানী কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ''ডায়মণ্ড, তুমি জান না যে তুমি কী করেছ!''